পলিসি ব্রিফ
#১০৯/ ২০২১

অক্টোবর ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও অভিগম্যতা: কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসিত ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিআইবি'র কার্যক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তি অন্যতম।

ইতিপূর্বে টিআইবি সরকারি সেবায় প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে (প্রকাশকাল ২০১৯)। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির বোঝা এবং সম্ভাব্য জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় টিআইবি "সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা: জবাবদিহি ব্যবস্থার বিশ্লেষণ" শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ২০২১ সালের ২১ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়। এই পলিসি ব্রিফ উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। উল্লেখ্য, গবেষণার প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়-বর্ধনমূলক উদ্যোগ ও আইনি সংস্কারসহ বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও সরকারি সেবায় তাদের অন্তর্ভুক্তি ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও ঘাটতি বিদ্যমান। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উপাত্তের অনুপস্থিতি বিদ্যমান, যা তাদের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় কারণ এক্ষেত্রে তাদের ভাষাগত, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ইত্যাদি সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি সেবা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা সর্ম্পকে প্রচারে ঘাটতি বিদ্যমান। আবার আইনি সীমাবদ্ধতা বা আইনের অনুপস্থিতি, এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগে ঘাটতির কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরকারি সেবায় অভিগম্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। আরও উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নেতিবাচক মানসিকতা ও চর্চা, অভিযোগ দাখিল করার পর প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়া, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবা নিশ্চিতে জবাবদিহি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা না হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের 'কাউকে পেছনে না রাখা' লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে। এমতাবস্থায় সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণকালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্যমান জবাবদিহি ব্যবস্থায় অভিগম্যতা এবং তার প্রয়োগে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

সুপারিশ

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. বিভিন্ন সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর করতে এবং বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।	জাতীয় সংসদ, আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নাগরিক সমাজ
২. সকল প্রান্তিক গোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6345-marginalised-study

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে এবং সকল গণমাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের ভাষায় যথাযথ এবং নিয়মিত প্রচার পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
৪. সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ কাঠামো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে মৌখিক অভিযোগ গ্রহণ ও তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমাধানে নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
৫. সরকারি প্রতিষ্ঠানের গণশুনানিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে আলাদা সময় বরাদ্দ করতে হবে, এবং তাদের সমস্যা প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
৬. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা দূর করতে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করে নিয়মিত গণশুনানি করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
৭. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার সেবা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীদের সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিয়োগ বা পদায়ন করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্ব/সদস্যপদ তৈরি করতে হবে।	জাতীয় সংসদ, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯. সংবিধান প্রতিশ্রুত অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীদের মানসিকতা এবং চর্চায় পরিবর্তন আনতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)
১০. চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সমন্বয়ে নিয়মিত মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh